International Day of the Midwives & Nurses

2019

Midwives: Defenders of Women's Rights

Nurses: A voice to lead Health for All

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

About

Bangladesh Nursing & Midwifery Council (BNMC)

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

The Bangladesh Nursing & Midwifery Council is a Body Corporate constituted by Parliamentarian Law of People's Republic of Bangladesh under BNMC Act No. 48 of 2016.

Purpose of the BNMC

To ensure standards of nursing and midwifery education and practice in order to protect the vulnerable public, acts as a Registration Issuing & Renewal Authority as well as conducting Licensing Examination of nurses, midwives and other allied professions.

It acts as a National Education Board to ensure quality of education for nurses, midwives & other allied course curriculum authority and professions which regulates practice for maintaining clinical standards.

How is the BNMC constituted?

Nursing & Midwifery Council consists of 22 members. Among them two-third are from Nursing profession, others are from MoHFW, DGHS and DGNM. The members are from various disciplines like nurses, doctors, representative of professional associations and others. The President is the Secretary, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health & Family Welfare, the Vice President is Additional Secretary (Nursing Education), Ministry of Health & Family Welfare, the Director General, Directorate General of Nursing and Midwifery the Secretary is the Registrar and the Treasurer is the Director (Education), Directorate General of Nursing and Midwifery. Beside this, the Council employs three officers, i.e. a Registarar and two Deputy Registarar. Among them one Deputy Registarar deals with administration and the other with education. In addition there are IT Assistant Programmer, Administrative Assistants, Driver, Night guard, Office peon and Cleaners.

Activies of the BNMC

- Assessment of existing nursing care standard and comparing with desirable standard against set criteria
- Revising and improving admission standard and the examination system
- Reviewing & revising the existing Nursing & Midwifery Curriculum Periodically
- Planning to introduc examination for renewal of Registration
- Conducting workshops/seminars
- Preparation of future leaders for the professional development
- Establishing monitoring system of Nurses' & Midwives' competencies throughout the country
- Organizing and improving e-record keeping system of the BNMC
- Providing of Students Registration & RNM Database
- Conducting Licensing Examination for all the courses of Nursing, Midwifery & allied profession
- Securing grant-in-aid and other financial resources to strengthen the BNMC

Future Plan of BNMC

- Launching pilot project on nursing and Midwifery standard
- Plan to conducting Registration renewal examination
- Ensuring quality control of education and services
- Introduce teachers' training cell

International Day of the Midwives & Nurses

2019

Midwives: Defenders of Women's Rights

Nurses: A voice to lead Health for All

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশকাল
০৫ মে, ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
সুরাইয়া বেগম

প্রধান সম্পাদক
ড. মো: মফিজ উল্লাহ্

সহ-সম্পাদক
রাশিদা আক্তার

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য
রেভা মন্ডল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মো: মাহবুব এম. ইমন

সার্বিক সহযোগিতা
মোঃ মুরাদ শিকদার
মঞ্জুরুল করিম
যোবায়ের আরাফাত

প্রকাশক
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর , ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৯৫৬১১১৬, ৯৫৬৪১৫৯
ই-মেইল: info@bnmc.gov.bd
ওয়েব: www.bnmc.gov.bd

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার শীল

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা
graph dot net
Creative Printing Media
E-mail: graph.net1990@gmail.com
১০৪/১, ফকিরাপুল সাফাইয়াত উল্লাহ্ লেন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

২২ বৈশাখ ১৪২৬
০৫ মে ২০১৯

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৫ মে 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্যঃ "Midwives: Difenders of Women's Rights", অর্থাৎ 'নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মিডওয়াইফ একটি অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ করে একজন মায়ের পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব এবং মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মিডওয়াইফগণ সহজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যেতে সক্ষম হওয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসবকালীন সেবা প্রদান এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টিতেও তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বর্তমান সরকার জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। মিডওয়াইফদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার মিডওয়াইফারি শিক্ষা কোর্স সার্ভিসের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণসহ বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সারাদেশে ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টিসেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকুক - এ প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ধন্যবাদ

(মোঃ আবদুল হামিদ)

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
১৯৭২
BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL
5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২২ বৈশাখ ১৪২৬
০৫ মে ২০১৯

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৫ই মে 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মিডওয়াইফকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Midwives: Defenders of Women's Rights" অর্থাৎ 'নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বিগত ১০ বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা দেশে নতুন নতুন হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। এর ফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের উন্নত পরিচর্চা ও মৃত্যুহাররোধে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমরা MDGs গোল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মিডওয়াইফ অপরিহার্য। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের উন্নত পরিচর্যার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার সবধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিন হাজার মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টিসহ মিডওয়াইফারি শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সকল জেলা-উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টারে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। নারীদের প্রজননস্বাস্থ্য রক্ষা এবং গর্ভধারণের ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, অধিকার রক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধিতে মিডওয়াইফগণ কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি আশা করি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মিডওয়াইফগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৯" উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
১৯৭২
BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উদ্‌যাপন করছে।

মা ও শিশু মৃত্যুহাররোধে ICM ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষেত "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরই বিজ্ঞানসম্মত ও সময়োপযোগী প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে ICM সদস্যভূক্ত দেশগুলো এ দিবসটি উদ্‌যাপন করে যাচ্ছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives: Defenders of Women's Rights." অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ।

দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য রক্ষা, মানসম্মত সেবা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে মাতৃশিশু পরিচর্যা ও মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে মা ও শিশুর মৃত্যুহার এখনো উদ্বেগজনক। এ প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। এগুলোর মধ্যে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্স, ছয় মাসের এডভান্সড সার্টিফাইড মিডওয়াইফারি কোর্স, ওয়েব ভিত্তিক মিডওয়াইফারি মাষ্টার্স কোর্স প্রবর্তন এবং মিডওয়াইফারিতে বৈদেশিক উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স ও ইউনিয়ন সাবসেন্টারে প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা মিডওয়াইফদের পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। আইসিএম স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৭টি মিডওয়াইফ লেড কেয়ার সেন্টার চালু আছে। এসব কেন্দ্রে মা ও শিশুর গুনগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবেশ, পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন অপরিহার্য।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষিত নার্স এবং মিডওয়াইফগণ রোহিঙ্গা ক্যাম্পস, কক্সবাজারে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকাভূক্ত করতে সক্ষম হবো।

আমি "মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯" এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ধন্যবাদ

(জাহিদ মালেক)

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives: Defenders of Women's Rights" অর্থাৎ "নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ" যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

মিডওয়াইফ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের পরিচর্যায় প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের বিকল্প নেই। গুনগত সেবাদান নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, অধিক সংখ্যক দক্ষ মিডওয়াইফ তৈরী, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সার্ভিস সংক্রান্ত উপকরণ, সরঞ্জামাদি সরবরাহ, উপযুক্ত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি এবং সহায়ক জনবল নিয়োগ বা পদায়ন অপরিহার্য। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার আন্তরিকতার সহিত কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড়আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও কেবল স্বাস্থ্য খাতেই নয় বরং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রায় সকল খাতেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

মিডওয়াইফসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবা দানকারীদের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

নার্স-মিডওয়াইফগণ স্বাস্থ্যসেবায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার প্রত্যাশা এ মহান পেশায় নিয়োজিত প্রশিক্ষিত সকল মিডওয়াইফগণ বিষয়টি অনুধাবন করে এ দেশের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবেন।

পরিশেষে আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯-এর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি)

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯” বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছরে এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives: Defenders of WomenÕs Rights." অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ। সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের স্বাস্থ্য সাভির্সে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে মিডওয়াইফদের সংযোজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি অনন্য অবদান। জাতিসংঘে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মিডওয়াইফ এর পদসৃষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে এই দক্ষ জনশক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

স্বাস্থ্যখাতে দেশ বিগত দশকগুলোতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশের সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এসব সাফল্যের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে শিশু স্বাস্থ্য ও মাতৃ স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাতিসংঘের পুরষ্কার লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি শিক্ষা, সার্ভিস আরও উন্নত হবে এবং মিডওয়াইফ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি “আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯”-এর সফলতা কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯' বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি শিক্ষা, সার্ভিস ও প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives: Defenders of Women's Rights" অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুহ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘ কর্তৃক এমডিজি এ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছে। এ সাফল্যের ক্ষেত্রে মিডওয়াইফদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে মিডওয়াইফ, মা ও পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সৃজিত ৩০০০ মিডওয়াইফ পদে পর্যায়ক্রমে রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ পদায়ন করা হচ্ছে। দেশের সকল জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মিডওয়াইফগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যে বৈশ্বিক অঙ্গীকার সামনে রেখে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে, 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯' এর প্রতিপাদ্য হিসেবে নারীর অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান তার বাস্তবায়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯' এর সফলতা কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে “আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস” ৫ মে ২০১৯ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজক ও সকল সহযোগিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় “Midwives: Defenders of Women's Rights” অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়ঃ মিডওয়াইফ। প্রতিপাদ্যের বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে মিডওয়াইফ সার্ভিসের বিকল্প নেই।

মিডওয়াইফদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখনও মা ও শিশুমৃত্যুহার প্রতিরোধে পিছিয়ে আছে। টেকসই উন্নয়ন (SDGs) লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশে আরো অধিকসংখ্যক প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ প্রয়োজন।

গর্ভবতী মা, মিডওয়াইফসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবাদানকারীদের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি স্বাস্থ্যসেক্টরে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য সহযোগী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নত সেবাদানের লক্ষে মিডওয়াইফদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতি জোর দেয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে, আমি “আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৯”-এর সফলতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ

(অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ)

মহা-পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

এবছর প্রথম বারেরমত বাংলাদেশে ৫ মে ২০১৯ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" এবং ১২ মে ২০১৯ "আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস" একত্রে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল সম্মিলিতভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য বিষয় **"Nurses: A voice to lead - Health for All"** এবং আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৯ প্রতিপাদ্য বিষয় **"Midwives: Defenders of Women's Rights"** যার বাংলা অর্থ হচ্ছে "নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ"। এই প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি যথার্থ বলে আমি মনে করি। একজন নার্স পীড়িত মানুষের শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক সেবার সঙ্গে যুক্ত অপরদিকে একজন মিডওয়াইফ মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নার্সিং বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সেবা পেশা, মানব সেবায় উজ্জীবিত এবং স্বাস্থ্যসেবার সামগ্রিক উন্নয়নে নার্সিং পেশার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীর্কায। ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জন্মদিন; সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের নার্সিং সমাজও তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। আধুনিক নার্সিং শিক্ষার পথিকৃৎ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল নার্সদের কাজ সম্পর্কে বলেছেন- নার্সিং এর প্রথম কাজ হচ্ছে রোগীকে পর্যবেক্ষন করা, রোগীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে রোগীর প্রয়োজন বুঝে রোগীকে সেবা প্রদান করা। বাংলাদেশে নার্সরা দক্ষতার সঙ্গে সে কাজই করে যাচ্ছে।

অপরদিকে, মিডওয়াইফ তৈরী ও পদায়ন বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যহারে মাতৃ-শিশু মৃত্যুহার কমে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৩০০০ সৃজিত মিডওয়াইফ পদে নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ যাবৎ ১১৪৮ জন মিডওয়াইফ জেলা ও উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ১৬০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬ মাস মেয়াদি ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফাইড মিডওয়াইফ তৈরী করা হয়েছে যার অধিকাংশই বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মানসম্মত মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মিডওয়াইফদের কর্মপরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়ে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে সুইডেন সরকারের ডালার্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওয়েব বেইজড মিডওয়াইফারি মাস্টার্স কোর্স অব্যাহত আছে । ইতোমধ্যে ৬০ জন মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছে এবং ৬০ জন অধ্যয়নরত রয়েছে । মা ও শিশুর রোগ প্রতিরোধ এবং উন্নত সেবাদানে একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভধারণ থেকে শুরু করে নিরাপদ প্রসব, প্রসবোত্তর সেবা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে। শুধু নিরাপদ প্রসবের মধ্যেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়, মা ও শিশুর পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ টিকা, বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ রেজিস্ট্রার্ড নার্স ও মিডওয়াইফের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে; মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে।

আমার প্রত্যাশা, নার্স ও মিডওয়াইফগণ কর্তব্যের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজে নিজেদের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে। পরিশেষে আমি এই দিবসের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

তন্দ্রা শিকদার

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৫ মে ২০১৯ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের যৌথ এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এ বছর ICM-কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives: Defenders of Women's Rights." অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ। মানসম্মত প্রসূতি ও শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্যটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি।

মাতৃ ও শিশু মৃত্যুরোধে একজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের ভূমিকা অপরিসীম। একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভবতী মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষম। মিডওয়াইফ নবজাতকের অস্বাভাবিক উপসর্গ সনাক্তপূর্বক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রেরণ করতে পারে। মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের দোরগোরায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

আমার বিশ্বাস ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ স্থান পাবে। এ লক্ষ অর্জনে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে শক্তিশালী করা। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে, আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসের সাফল্য এবং মিডওয়াইফ পেশার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ধন্যবাদ

(কাজী মোস্তফা সারোয়ার)

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

সভাপতি
বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

বাণী

৫ মে আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে যেনে আমি আনন্দিত। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের সম্মিলিত এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **"Midwives: Defenders of Women's Rights".** অর্থাৎ 'নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ' যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুগপোযোগী ও সর্বজনীন।

গর্ভবতী মা ও নবজাতকের উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৃত্যু ও জটিলতা প্রতিরোধে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্স-মিডওয়াইফ ৮৭ ভাগ মা ও নবজাতকের প্রয়োজনীয় সেবা দিতে সক্ষম। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ৩৮ ভাগ প্রসব করানো হয়। জাতিসংঘের অঙ্গীকার **"Every Woman Every Child"** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সৃজীত ৩০০০ মিডওয়াইফ পদে সরকার ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদান শুরু করেছে। আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধন করে ধীরে ধীরে 'স্বল্প উন্নত দেশ' থেকে 'উন্নয়নশীল দেশ'-এ পরিনত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতেও দেশটি বিগত দশকগুলোতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এসব সাফল্যের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে শিশু স্বাস্থ্য ও মাতৃ স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাতিসংঘের পুরষ্কার লাভ করেন।

একজন মিডওয়াইফ নারীর মৌলিক অধিকার যেমন; নারীর সহিংসতা, বৈষম্য, যৌনপ্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ মাতৃপ্রসূতি ও গুনগত সেবাদান প্রদানের লক্ষে সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে **(SDGs)** বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। ১৭টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে "সকলের জন্য সুস্থ্য ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা"। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সরকার বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস"-এর সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদ

(ডা: এম. ইকবাল আর্সলান)

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

৫ মে ২০১৯ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানর মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করায় আমি গর্বিত ও আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় মিডওয়াইফদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইসিএম কর্তৃক এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives: Defenders of Women's Rights." অর্থাৎ নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ।

গর্ভবতী মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মিডওয়াইফারি একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। বাংলাদেশ সরকার এর গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে UNFPA-এর টেকনিক্যাল সহযোগিতায় মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও পেশার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

এ লক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত ৩০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে যা রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ দ্বারা ইতোমধ্যে পূরণ করা শুরু হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫৫টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনা অব্যাহত আছে।

গর্ভবতী মা, নবজাতক ও গর্ভধারণে সক্ষম মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসম্মত সেবাদান পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিডওয়াইফগণ অবদান রাখছে। গর্ভবতী মা সহ সকল স্তরের নারী এমনকি সেবাদানকারী মিডওয়াইফদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং নারীর অধিকার ইত্যাদি রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বত্র বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা বঞ্চিত এলাকার নারীদের জন্য প্রজননস্বাস্থ্য সেবা ও যৌনসংক্রমণ প্রতিরোধে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুবিধা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার এসব সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট।

আইসিএম-এর প্রতিপাদ্যের আলোকে মানসম্মত মেটারর্নিটি সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষে নবনিযুক্ত মিডওয়াইফদের জন্য উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ ও পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট অপরিহার্য। উন্নত সেবাদানের লক্ষে মিডওয়াইফদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়নের জন্য ইতোমধ্যে চেকলিস্ট ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিশেষে, আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ

(সুরাইয়া বেগম)

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

BRAC UNIVERSITY

Inspiring Excellence

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন
ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৯ উদযাপন করায় ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। যথোপযুক্ত সময়ে মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং ইতিমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মিডওয়াইফ পদে নিয়োগদান করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ এলাকার মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবায় মিডওয়াইফদের নিযুক্ত করার চলমান এই প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সরকারের এই চলমান মহৎ উদ্যোগকে আরও বেগবান করতে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সদস্য আন্তরিকতার সাথে নিরলস সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬১ জন গ্রাজুয়েট মিডওয়াইফ দেশের বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং আরও ১৬৪ জন রোহিঙ্গা ক্যাম্প গুলোতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছেন। অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৯ জন মিডওয়াইফ সফলতার সাথে তাঁদের গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে লাইসেন্সিং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করছেন এবং আরও ৪৬০ জন ছাত্রী মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা কোর্সের বিভিন্ন সেশনে অধ্যায়নরত আছেন।

আমি অত্যন্ত গর্বিত যে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি সরকারি ও বেসরকারি তত্ত্বাবধানে দুটি সার্বক্ষনিক মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার সেন্টার (২৪/৭) চালু করেছে যেখানে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ মিডওয়াইফগন প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবার সকল ধাপে নিরলস Respectful Maternity Care প্রদান করছেন। এই মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার সেন্টারগুলোতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত ডেলিভারী চেয়ার এদেশের মিডওয়াফারি সেবায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং প্রসূতি মায়েদের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবে যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছে। মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার সেন্টারগুলোতে সেবা প্রদানের পাশাপাশি তারা নিয়মিত কমিউনিটি সেবাও প্রদান করছেন।

আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে মাতৃ ও নবজাতকদের মৃত্যুহার হ্রাস করতে মিডওয়াইফারি সেবা এবং মিডওয়াইফদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। এই মহৎ কাজে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সম্পূর্নভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মিডওয়াইফারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক সহযোগিতা করায় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং উন্নয়ন সহযোগী সকল সংস্থাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদ

(স্যার ফজলে হাসান আবেদ)

সভাপতি
বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি

বাণী

৫ মে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" উদ্‌যাপিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives: Defenders of Women's Rights" অর্থাৎ "নারীর অধিকার রক্ষায়: মিডওয়াইফ" যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলে আমি মনে করি।

মা ও শিশুর উন্নত সেবাদানে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ খুবই প্রয়োজন। বিশ্বে মিডওয়াইফারি একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে গর্ভবতী মা ও শিশু পরিচর্যা এবং মাতৃশিশু মৃত্যু প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ পেশার অবদান বর্তমানে দৃশ্যমান। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মিডওয়াইফগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। আজ সর্বত্রই মিডওয়াইফগণ মানসম্মত সেবাদানে এগিয়ে যাচ্ছে।

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যেও মিডওয়াইফগণ অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) ইউএনএফপিএ'র সহযোগিতায় রয়েল কলেজ অব মিডওয়াইফ যুক্তরাজ্যের সাথে Twinning project এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মিডওয়াইফদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সর্বস্তরে মিডওয়াইফদের গ্রহণ যোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। রয়েল কলেজ অব মিডওয়াইফের সহযোগিতায় বাংলাদেশে মিডওয়াইফদের লিডারশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বিএমএস নিয়মিত মিডিয়া এডভোকেসি, ইংলিশ ও আইসিটি ইত্যাদি ট্রেনিং এর আয়োজন করছে। বিএমএস-এর প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রতিটি মা ও নবজাতক অবশ্যই একজন দক্ষ মিডওয়াইফের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য জটিলতা থেকে মুক্ত থকবেন।

পরিশেষে আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফারি দিবসে বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটির পক্ষ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মমতাজ বেগম)
সভাপতি
বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি।

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

World Health Organization
Bangladesh

WHO Representative

Message

Today we celebrate the contributions that nurses and midwives make to Bangladesh society the two cadres that are essential especially at the front-line, where they provide holistic, person and family centred care around the clock, any day of the week. The optimization of skills, knowledge, and leadership of nurses and midwives are recognized in every region and country. These two professions have been trusted professions for many tears because they deliver quality professions for many years because they deliver quality, respectful and compassionate care to all.

Nurses you take care of persons from birth to death, during emergency situations to ongoing care. Your profession truly exemplifies the notion of 'health for all, nobody left behind'. In Bangladesh we now have a post-graduate institution that offers higher degrees for nursing. With the increased body of scientific knowledge and broadening scope of practice, nurses, I urge you to be innovation in approaches that consider holistic people centred model to provide health for all.

Quality midwives, you are well placed to provide continuity of care to women, newborns and their families at primary health care level and you are part of these communities. You are specialists that provide care close to where women and families live. Midwifery services are necessary in rural areas where there is scarcity of qualified health professional and in Bangladesh we should consider expansion of this cadre with an incentivised package for their services. Midwives, you are defenders of women's rights, every day wherever they are.
Today we are also celebrating world hand hygiene day around the world. Nurses and midwives, ensuring patient safety must be at the core of your work. Effective hand hygiene can prevent some hospital acquired infections, especially for those that are immune-compromised including newborns, children ill, and the elderly. Let us not forget the moments for hand hygiene as part of every patient care. Be the champions for clean care, it's in your hands. Patient safety, infection prevention and control and quality of care are integral to achieving universal health coverage.

There is global attention on the work that nurses and midwives contribute in providing health for all as part of universal health coverage and the sustainable development goals. As such, the Executive Board at WHO has designated the year 2020 as the "Year of the Nurse and Midwife" in honour of the 200th birth anniversary of Florence Nightingale. Therefore next year will be significant for strengthening both professions. The nursing and midwifery workforce's impact on universal health coverage will be highlighted in 2020 through the State of the World's Nursing report and State of the World's Midwifery Report. The very first State of the World's Nursing report will describe how the nursing workforce will help deliver UHC and the SDGs. The third State of the World Midwifery report will report on the progress and future challenges to deliver effective coverage and quality midwifery services. This will be great opportunity to showcase progress made in Bangladesh.

Development of your professions are vital to progress towards universal health coverage and achieving the sustainable development goals. The UHC goals are attainable, and nurses and midwives, you can contribute to many of the SDGs by becoming more empowered and involved in primary care services, as outlined by the astana Declaration. Teamwork and interprofessional collaboration is essential to delivering quality health care. Become and always be the voice to lead the way continue to be patient advocates and defend women's rights.

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative

Representative
UNFPA Bangladesh

Message

It gives me immense joy to have the opportunity to observe the “International Day of the Midwife 2019” along with the “International Nurses Day 2019” with the participation of the Government of Bangladesh in recognizing the importance of midwives and nurses as healthcare professionals. The theme for the International Day of Midwives this year “Midwives: Defenders of women’s rights”, as given by the International Confederation of Midwives, resonates deeply with the UNFPA mandate, “Delivering a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person’s potential is fulfilled”, thus to emphasize on the important need of leaving “no one behind”.

This year, 2019, is a very significant year for us as we turn 50 – a very special birthday. The worldwide movement to give women real choices in life culminated in the landmark 1994 International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of Action, which drives our work, turns 25 years this year. In ICPD, a consensus was reached regarding the link between women’s empowerment, sexual and reproductive health, human rights and sustainable development; moving away from population control, towards a human-centered, and rights-based, approach to development. The ICPD generated a new narrative into the development discourse of an individual’s freedom to decide about his/her reproductive life. The quality of reproductive health services and respect for women’s rights were placed firmly at the center. Therefore, to meet the quality SRHR services for all, we need more midwives and intensified commitment from all stakeholders.

In a span of a few years since the introduction of midwifery as a separate cadre in the healthcare system of Bangladesh, we have seen a great deal of development in maternal and child health. We will continue to keep this wonderful momentum going and meet any challenges that could come our way, to gradually, but surely, work towards our collected goal of achieving the SDGs by 2030.

In addition to the rapid advancements in midwifery in Bangladesh, the existing nursing scenario has also been seeing tremendous growth. As we observe the “International Nurses’ Day 2019” as well, we shall recognize the true value of nurses and midwives together in the healthcare facilities to provide professional quality care. This year’s “International Nurses’ Day” theme has is “Nursing: A voice to lead -health for all”. This highlights the importance of each of our voices in order for healthcare to function at its absolute optimal potential. It is my firm belief that ensuring the continued emphasis on both midwifery and nursing, side by side will be key to Bangladesh achieving its goals in the healthcare front. UNFPA thanks all of the midwives and nurses who have bravely stepped forward to fulfill leadership roles in the health care delivery system. UNFPA Representative thanks all of the midwives and nurses who have bravely stepped forward to fulfill leadership roles in the health care delivery system.
UNFPA would like to commend the Government of Bangladesh, in particular the Ministry of Health and Family Welfare, for its hard work and dedication in promoting the health for all ensuring a strong midwifery and nursing profession.

Dr. Asa Torkelsson
UNFPA Bangladesh Representative

Center of Excellence (CoE)-A Way Forward for Quality Nursing Education

Tandra Sikder[1], Shirina Akhter, Lubana Ahmed [2], Monira Parveen, Dolly Maria Gonsalves

Introduction

In 2018, the Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM), with support from the Global Affairs Canada funded Human Resource for Health Project (HRH) Project initiated an innovative approach for improving the quality of nursing education through establishing "Centers of Excellence (CoE)- Standard Nursing Teaching Institutes –" to showcase quality improvement in nursing education in Bangladesh. Five (5) relatively well-performing HRH supported Nursing Institutes were selected in consultation with Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW), DGNM, and Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC), to upgrade those as "Centers of Excellence. The participating Nursing Institutes (NIs) are Khulna, Cumilla, Tangail, Bogura, and Thakurgaon.

The activity was initiated with a broader stakeholders' consultation with representations from DGNM, BNMC, nursing colleges and institutes, UNFPA, WHO to develop an assessment checklist with specific criteria that covers four areas with a total of 72 quality indicators. The four areas are:

i. Administration and Management capacity of the NI In-Charge and his/her office staff (16 indicators);
ii. Teaching capacity of instructors and opportunities for peer learning (19 indicators);
iii. Linkages with the district hospitals and clinical placements that influence students learning (08 indicators); and
iv. Physical Facilities and Resources (furniture, T-L materials, labs, equipment, classrooms, library, student accommodation) needed for a standard institute (29 indicators).

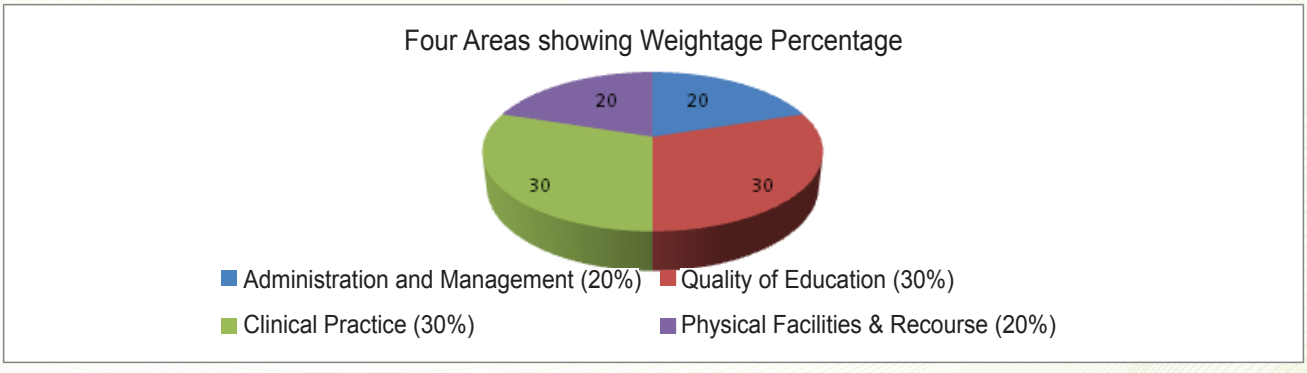

As per the approved assessment checklist, the participating nursing institutes, must attain a score of ≥ 80% to qualify as a Center of Excellence. The criteria are graded as 2 points: Fully Met; 1 point: Partially Met and 0 point: Not Met.

To initiate the implementation, a CoE Implementation Committee was formed to oversee the implementation process in establishing the "Centers of Excellence". The Committee was comprised of representatives from DGNM, BNMC and HRH Project, chaired by the DG of DGNM.

[1] Directorate General of Nursing and Midwifery
[2] Human Resources for Health (HRH) Project in Bangladesh

During June/July 2018, a baseline assessment of the five (5) NIs was conducted by teams of 3 assessors (1 from DGNM, 1 Principal from Nursing Institute/Nursing College and the HRH Nursing Adviser). Data were collected using the approved checklist through desk review of documents and interviews with teachers and students.

Results:

The summary results from the baseline assessment show that Khulna Nursing Institute received the highest score (94.5%). Having scored more than 80%, they achieved CoE status at baseline. The other four (4) NIs (Bogura, Cumilla, Tangail and Thakurgaon) scored 74.7%, 63.9%,66.6%,and 68% respectively. DGNM, as Chair of the Implementation Committee sent each Institute a feedback on the assessment results including advising them to prepare an action plan to address the gaps identified during the assessment. The Action plans were forwarded to DGNM with copy to HRH project.

HRH project than provided technical and financial support to improve the areas mentioned earlier in order to improve so that they are able to meet the standard criteria.

CoE Implementation committeemembers were assigned to follow up each institute and monitor the progress on a regular basis based on the action plan. HRH project provided additional renovation/repair support (e.g. extension of student accommodations, conference room, classroom and setting up seven (7) different skill labs to meet BNMC standards) including procurement of essential Teaching - Learning materials, laptop, multimedia, sound system, printer and furniture for the participating NIs.

A final assessment was conducted in February 2019 after completion of the action plan activities using the same assessment checklist. The results showedsignificant improvements in 4 NIs in terms of cleanliness, coordination, motivation, use of labs and library, etc. Although Khulna already scored over 80%, during the baseline assessment, they also addressed their gaps as needed. The assessors observed great enthusiasm among the teachers, staff, students in the NIs and hospital staff toward meeting the required CoE criteria. Healthy competition among the NIs were also observed.

All five NIs demonstrated good improvement in the area of ***administration and management.*** Files were found to be updated and the documentation system improved. Staff performance in regard to involvement with progressive quality work, responsibilities and accountability increased.

Significant improvement was also noticed in the area of ***quality of education.*** Teachers were found to be using multimedia during lectures, preparing lesson plans, and accurately using alternative methods of teaching. During student interviews in all NIs, students' satisfaction increased with regard to academic guidance, lab and library access. There was increased use of the internet by students.

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

In the area of clinical practice, it was noted that all centers had established very good interpersonal relationships and good coordination between the hospital and the nursing institute. Hospital Nursing staff, Directors/ Superintendents, and doctors were very supportive and keen to achieve CoE status. During the baseline assessment visit, structured clinical practice assessment tools to test students' skills were found to be grossly lacking. Given the importance of a clinical practice checklist to ensure that each student achieves all requisite BNMC competencies, the HRH project assisted DGNM in developing one. During the final assessment visit,clinical checklists were in use in all CoE centers.

With respect to the fourth area - physical facilities and resources - these were found to be adequate in all centers except one NI which needed additional midwifery models. All centers have seven (7) well arranged skill labs and library.Use of skill labs and libraries increased significantly. All Institutes were keeping the labs and library open to students' use from 8.00am till 8.00pm. Table belowshows the results for all five NIs for both at the baseline and final assessments. .All NIs achieved scored over 80% at end line assessment securing the Center of Excellence status.

Table 1: Baseline and Endline Assessment Score for five Nursing Institutes

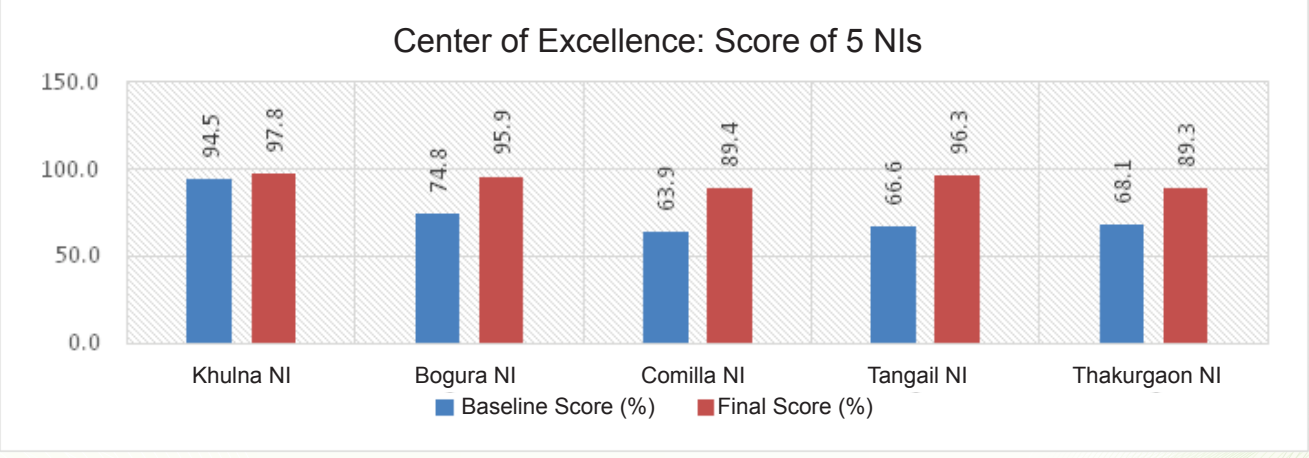

The Participating NIs received award for their notable contribution to improve their Nursing Institute into a "Center of Excellence"of nursing education. The award was presented to the Institutes during the National Network Meeting for nurses in presence of 300+ nurses by the Director General Nursing and Midwifery and First Secretary, Global Affairs of Canadato the Nursing Institute during the National Network meeting at Krishibid Institute, Dhaka held on 3 April 2019. This innovative approach of quality improvement of nursing education has been instrumental in motivating the other public and private sector NIsto improve their institutes closer to a Center of Excellence status. DGNM is considering to expand the initiative in more nursing institutes in the next phase under operation plan budget in order to improve quality of nursing education. The technical and financial support for this initiative is provided by the Human Resources for Health Project in Bangladesh funded by Global Affairs Canada.

কারিকুলাম এবং কোর্স সিলেবাসের সঠিক বাস্তবায়ন চাই

অধ্যাপক ড. মোঃ মফিজ উল্লাহ

এমএসসি (যুক্তরাজ্য), পিএইচডি (ইউএসএ), ফেলো (জেসিইউ, অস্ট্রেলিয়া)
সদস্য (এশিয়া প্যাসিফিক ইমার্জেন্সী এন্ড ডিজাস্টারস নার্সিং নেটওয়ার্ক
কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নার্সদের গুরুত্ব সার্বজনীন। আর্তপীড়িত মানুষের সেবায় নার্সদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত পরিচর্যা ও মৃত্যুরোধে অবদান রেখে চলছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের মান প্রশ্নবিদ্ধ?

নার্সবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বউদ্যোগের ফলে সমাজে নার্সিং পেশার মর্যাদাবৃদ্ধি পায়, যা নার্সদের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছে। ফলে এ পেশার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় এবং প্রতিটি শিক্ষা বর্ষে অসংখ্য মেধাবী ছেলে মেয়ে নার্সিং ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রী গ্রহণের জন্য আবেদন করছে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষা বর্ষে ১৬০৭০ (সরকারি+বেসরকারি) আসনের বিপরীতে ৫২২৯৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়। ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা দিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করার সুযোগ নেই।

প্রাপ্ত জিপিএ এবং ভর্তি লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তাদের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাহলে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষায় মান প্রশ্নবিদ্ধ কেন?

স্টুডেন্ট নার্সদের দক্ষ ও যোগ্য নার্স হিসেবে গড়ে তোলা বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু তা না করে অধিকাংশ শিক্ষক তাদের ব্যর্থতার দায়ভার সাধারণ স্টুডেন্টদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। অর্থাৎ স্টুডেন্টদের অযোগ্য বলে প্রমাণ করতে চায়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের টিচিং সক্ষমতা কতটুকু তা বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করা অপরিহার্য।

একজন অনভিজ্ঞ স্বর্ণকারের পক্ষে উন্নতমানের স্বর্ণালঙ্কাকারের ডিজাইন করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি একজন অনভিজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রেও তাই।

There is a Popular Saying:

"A good Curriculum is bad in the hands of a bad teacher
&
A bad curriculum is good in the hands of a good teacher".

সুতরাং কারিকুলামের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, অনেক বছর শিক্ষকতা করার পরও কারিকুলাম ও কোর্স সিলেবাস সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়েছে। যেমন;

১. সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা
২. সঠিক টিচিং মেথড ও টেকনিক নির্ধারণ করা
৩. লার্নিং নিডস সনাক্তকরণ, এনালাইসিস, ইন্টারপ্রিটেশন ও সিনথেসিস করা
৪. মানসম্মত প্রশ্নপত্র তৈরী করা
৫. প্রশ্নপত্রের উত্তরে অবজেকটিভিটি পূরণ হয়েছে কিনা তা যাচাই এর সক্ষমতা
৬. সঠিক মান বন্টন করা এবং
৭. কোর্স মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি।

শিক্ষা ও সার্ভিসের মান অবনতির আরোও অন্যতম কারণসমূহ যেমন;

১. সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষক/বাছাই/নিবার্চন নীতিমালা না থাকা
২. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই না করে শুধুমাত্র প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পদায়ন
৩. তদবীরের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি/পদায়ন পাওয়া।

শুধুমাত্র উচ্চ ডিগ্রী অর্জন বা ভাল ফলাফল একমাত্র ভাল শিক্ষকের শর্ত হতে পারে না। তাই একজন শিক্ষকের বেসিক ফাউন্ডেশন যাচাই অপরিহার্য। নার্সিং একটি বিজ্ঞান, আর্ট এন্ড এপ্রোচ। নার্সদের এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োলজি, প্যাথোফিজিওলজি, মেডিক্যাল এন্ড সার্জিকেল নার্সিংসহ অনেক গুলো স্বাস্থ্যসম্পার্কিত বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। একজন রোগীর ৫০ ভাগ সুস্থ্যতা নার্সদের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে। ক্ষেত্রবিশেষ চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে শতভাগ জীবন রক্ষা পায়। তাই নার্সদের জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ অপরিহার্য।

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের মান উন্নয়নে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হলঃ

১. প্রত্যেক শিক্ষককে হালনাগাদ পাঠ্যক্রম (কারিকুলাম) অনুযায়ী পাঠ্যসূচী ওরিয়েন্ট করা
২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তৈরি করা
৩. টিচার্স ডেভলাপমেন্ট ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা
৪. স্টুডেন্ট কর্তৃক টিচার্স মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু ও বাস্তবায়ন করা
৫. শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা তৈরী করা অথবা তাৎক্ষনিক উপস্থিতিতে ১ ঘন্টার পাঠদানের পরিকল্পনা (লেসন প্লান) তৈরী করে সম্মানিত নির্বাচকমন্ডলীর সামনে লেকচার ডেলিভারী করা।

এমতাবস্থায় কারিকুলাম ও কোর্স সিলেবাসের সঠিক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Exemplar

Renoara Aktar, MPH (RH) and MSc (SRH&R), Deputy Nursing superintendent
Sylhet M A G Osmani Medical College Hspital

There was an unforgettable moment for me. It was Monday morning 28 March 2015. I was working in a Labour ward as a clinical guide teacher. A woman named Laxmi Rani age 33 years Maghalpur, Duarabazar Sunamganj who delivered a male baby before 10 hours and she was bleeding heavily with full bladder. That was the time there was no family members but I saw her in poor feeding regarding attachment which attracted me. I reached there immediately and listened to her condition and asked her to void urine.

I heard that her baby was born on the way when she was coming to the hospital with full term true labour pain, with the help of her elder sister-in-law who was unskilled in relation to Midwifery care. I saw the baby was sick and wrapped a wet cloth, introduced me. I gave assurance to her and asked about her families. During introduction I asked permission to change wet cloth BUT what I saw that the baby's cord 8 inches long and ligated with a tailor black thread, a ribbon that bend the baby's neck with out any aseptic precaution picture attached.

It was a miserable incident. I got very worried about that situation. How to manage that case? The situation was very grave, the baby was asphyxiated and the vulnerable for neonatal infection, skin was cold and clammy, I immediately called my colleague and all participants to help the mother. Then we went with senior midwives and doctors to manage the cord clam to ligate baby's cord. We managed it from OT and ligated the cord regarding 2 inches above the base of abdomen with a cord clam and cut the cord. We assessed the baby's physical condition and performed ligature cord and arranged immediately admission to neonate ward.

The doctors and senior midwife sought out the baby's conditions and corrected it. Mother got happiness, We worked as a team with the object to save the baby's life and we all were happy with thanks to God.

Even the situation had been very stressful and tense, it went well and we felt satisfied with how it was managed and the team approached to save the mom & baby's life. In our effort, we are convinced that the mother gained confidence in our work.

PICTURE AFTER MANAGED, Collected by (Renoara Aktar Nursing and Midwifery Instructor, Sylhet Nursing College, Sylhet).

PICTURE OF MOTHER'S SATISFECTION, Collected by (Renoara Aktar Nursing and Midwifery Instructor, Sylhet Nursing College, Sylhet).

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

ASTHMA: A MAJOR HEALTH CONCERN OF TWENTIETH CENTURY AND THE ENDEAVOR OF THE NURSES OF 250 BEDDED TB HOSPITAL SHYAMOLI TO MEET THE CHALLENGE

Alok Das, Senior Staff Nurse
250 Bedded TB Hospital, Shyamoli, Dhaka-1207

Bronchial asthma has now become a major health issue in developing countries like Bangladesh. Several factors have contributed to the rise of the problem. Worsening air pollution, rapid urbanization and widespread construction work are some of the reasons for asthma to thrive. Ramos et al blamed that standard of living, decrease in exercise rates, more dust mites, and more pollution is responsible for increased number of asthma patients. According to World Health Organization (WHO) estimates (Factsheet Aug, 2017), 235 million people of the world suffer from asthma which is most common and chronic among children. The organization also mentioned that indoor allergens like house dust mites in bedding, carpets and stuffed furniture, pollution and pet dander, outdoor allergens like pollens and moulds, tobacco smoke, chemical irritants in the workplace and air pollution are the main causes of asthma. Global Asthma Report (2011) showed that low- and middle- income countries with large populations have an increased prevalence of asthma. World Health Organization reported (Factsheet Aug, 2017) that over 80% of asthma deaths occur in low and lower-middle income countries. Bangladesh, being a lower middle income country has around 85 lakh asthma patients (Report-AAB-2015). Institute for Health Metrics and Evaluation reported that among the top 10 causes of death in Bangladesh, lung cancer, lower respiratory infections and chronic obstructive pulmonary disease lead three which are related to air pollution. The under-diagnosed and under-treated asthma creates substantial burden to the individuals and families. Many patients, initially cope with the asthma symptoms (recurring episodes of wheezing, coughing, chest tightness, shortness of breath and troubled sleeping) and do not visit the hospital. But after few days they need to take the medical treatment and aid from the specialized nurse for their nursing needs due to severity of the disease.

The dynamic health policy of the government has made the health care more accessible and available at all level of the country for the people. As part of this, government established different specialized hospitals and health care centers around the country. In order to meet the respiratory health challenges of this century and to provide the asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) care to patients, the 250 Bedded TB Hospital Shyamoli Dhaka launched the Asthma Center on December 27, 2018. Being a specialized chest disease hospital 250 Bedded TB Hospital, Shyamoli, Dhaka has been able to start the respiratory ICU, HDU, OT and Bronchoscopy departments along with its out-patient and in-patient services within two years. It goes without saying that this hospital has drawn the attention of the patients and respiratory care recipients within few years. Around forty patients visit the asthma center daily at this hospital and they are satisfied by the medical treatment and nursing care of this center.

Nurses of this hospital provide care to the asthma and COPD patients in administering medications, helping patients with their inhaler technique, helping patients to avoid asthma triggers by giving support and advice- including on smoking cessation, following up patients and working in partnership with patients to develop a personalized asthma action plan. They are also involved in the clinical application and monitoring of diagnostic and therapeutic procedures. As a result patients get a quality nursing care. The patients often become motivated to stop smoking and to lead healthy life by the health advice of the nurses, they also become able to use the inhaler in proper technique and they take medicines according to the prescription after getting discharged from the hospital.

Midwives: Defenders of Women's Rights

Reva Mondal
Lecturer, Khulna Nursing College, Deputed to BNMC

Midwives are the health care professionals, who individually or with others, act to promote normal delivery, to prevent complications of mother and infant, and assist to receive medical or other appropriate services in emergency during pregnancy, labour, and post-partum period. However, midwives are specifically appointed to protect women and babies, ensure maternity services in respond to the needs of women with a high standard of midwifery care. Consequently, in the area of child birth midwives perform a role **of Women's Rights Defender.**

All women and new borns have a right to receive a high quality of care that enables a positive child birth experience which includes respect and dignity, a companion of choice, clear communication by maternity staff, pain relief strategies, and mobility in labour and birth position of choice.
International evidence reveals that educated and qualified midwives can provide 87% of required services to mothers and new borns to international standards.

In Bangladesh, 38% of deliveries take place at institutions and 50% of deliveries conduct in a union. One midwife can provide 87% of the required essential care for women and new borns. In addition, they also can provide post-partum family planning services. Recently, Bangladesh Government has created 3000 posts for midwives in fulfilling its commitment to the “Every Woman Every Child” strategy of the United Nations.

Midwives also work to protect funda mental rights of women include right to live free from violence, discrimination, sexual and reproductive rights. Midwives are responsible for their decisions and actions, and accountable for the related out comes in their care of women and babies.

Stories from the midwives

Midwifery is my dream job

Sayeda Mahfuza Akter (Jhumu), Vice President, BMS, Age 24years
Upazila Health Complex, Muktagacha, Mymensingh

My reason for becoming a midwife

When I finished school, I knew I wanted to be some sort of medical or health person and especially wanted to help women. I heard our prime minister talk about midwifery and how it would benefit women and their families and I was inspired to do my midwifery training. I want to thank the prime minister for helping me to achieve my dream job.

My story

My work place is located 2 hours away from my home and I try to go home every week, when I have a day off. Six weeks ago, I arrived home and was enjoying watching a movie in my house, when suddenly my younger sister said that a neighbour had just given birth to a baby, but something serious had happened. I went quickly to the neighbour's house, but the older women said I could not go in to help because I was too young and would not be able to do anything to improve the situation. The birth attendant was crying because the mother was bleeding very badly and she did not know what to do and people were trying to call for a car to take her to hospital.

I explained that I was a qualified midwife and had training in managing emergency situations in childbirth and eventually they allowed me to see the mother. Luckily, I always carry a personal bag with gloves and basic equipment and had this with me. When I examined the mother, I realised that she was bleeding so badly because the placenta was retained. I put on my gloves and managed to remove the placenta manually. I did not have any oxytocic drugs with me, but I knew how to massage the uterus to make it contract and the bleeding then stopped. I explained to the woman and her family that although the bleeding had stopped it was still very important for her to go to hospital because she had lost so much blood and that she was very weak. The family were very happy with my care and took my advice to transfer.

Previously the people in my home village did not know about midwives, but news of my actions quickly spread and a few days later I was asked to attend another woman who was in labour.

The final and best part of my story was when the mother who had gone to hospital came back well and happy 3 days later and invited me to her home to express her thanks. I felt so proud that I had helped this woman to come back home to her baby.

I am so proud to be a midwife and love my job!

Midwives can save life of mother and children during emergency

Mst Karima Akhter, Secretary, BMS, Age 25 years
Upazilla Health Complex Kahalo, Bogna, Rajshahi division

My reason for becoming a midwife

My motivation for becoming a midwife started when my cousin's baby died during childbirth. I dreamed I could make a difference and when I heard about midwifery, I knew this is what I wanted to do.

My story

I was working as a midwife with UNFPA on an island 'Kutudia' (near Cox Bazaar) during 2016. At that time all women were giving birth at home with no trained person present and there were only around 15 births in my facility each month, so I spent time going into the local villages to explain about midwives and what they do and that this service is supplied free of charge to all. When Cyclone Ruano came there was terrible destruction with major flooding and no electricity. One night at 01:30 in the morning I heard some noise outside my house and saw a woman and her husband with a hurricane lamp who were asking for help. They had waded through waist deep water to reach me. I went out with a torch to investigate as there was no electricity and found that the woman was in labour and shortly to give birth. She was very frightened and crying so I helped her to stay calm. Once she relaxed a little, she gave birth to a healthy baby, Afterwards, she had high blood pressure and swelling in her legs and I diagnosed pre-eclampsia. She needed medication to reduce her blood pressure, which I did not have, so I called the local pharmacist to explain the situation and to request for him to bring me the drugs she needed as it was an emergency situation. He provided a drug called nifedipine which successfully lowered her blood pressure. He then returned when I called him again because the mother had started bleeding and gave me the oxytocic drug to control the bleeding. The mother's condition then stabilised and she and her baby made a good recovery.

Afterwards the mother and father were very happy that they had received such good care, despite the terrible floods. They were crying with happiness – and I was crying too as it was very emotional.I am so proud to be a midwife

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

Women can better understand the pain of a women

Irin Khatun, Executive Member, BMS, Age 22years
Upzila Health Complex, Satkania, Chattofram

My reason for becoming a midwife

It was my father that motivated and encouraged me to become a midwife. He was very passionate about this because of a terrible experience in his life when my aunt died in childbirth from a postpartum haemorrhage. He understood that women in our society want to have help from other women, who are properly trained to give safe care to women and help them feel comfortable. When he heard about midwives and midwifery, he felt strongly that this was a very noble profession and encouraged me to apply to be a midwife, which I was very happy to do!

My story

One evening a woman came to my healthcare facility at 22:00. It was her third baby and she had previously given birth to her babies at home with no trained person present. I assisted her to use positions that were comfortable for her in labour and for birth and rubbed her back to help her cope with labour pains. After 2 hours she gave birth normally, but then started bleeding heavily. I was very worried when I saw the amount of blood she has lost, but I had the knowledge and skills to know what to do and how I could help her. I gave the necessary drugs and intravenous fluids and performed the necessary actions to stop the bleeding and eventually managed to stop the bleeding. I realised that it was possible for the bleeding to start again so monitored her very closely for a few hours until I was completely sure her condition had stabilised.

I was so happy that I managed this situation so well because it was the first time that I had managed such a situation.

I am so proud to see my father's dream for me to become a midwife come true. And I am so happy and proud of myself to be able to serve women in this way. So the IDM-2019 theme "Midwives Defenders of Women's Rights" is very meaningful and appropriate from my experience.

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

Nestlé
Nutrition Institute
Science for Better Nutrition

Nestlé Nutrition Institute (NNI) একটি শিক্ষা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যা স্বাস্থ্যকর্মী ও পুষ্টিবিদদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করে থাকে। **"Science for Better Nutrition"** এই মন্ত্রকে ধারন করে ১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু হয় NNI- এর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পুষ্টি বিষয়ক নিত্য নতুন তথ্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী NNI-অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। আমরা সবাই জানি দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জন্ম থেকে শুরু করে জীবনে বেড়ে উঠার প্রতিটি ধাপে পুষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করা জরুরী। তাছাড়া এই বিশ্বায়নের যুগে তা নিয়মিতভাবে যথার্থ রুপে চর্চা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এই বিষয়গুলো সহজেই সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তারই ধারাবাহিকতায় NNI- দৈনন্দিন নতুন নতুন পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ও তার ঐতিহ্য এর সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা ও নানাবিধ শিক্ষা সামগ্রি প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা, **Workshop Book series, AnnalsNestlé,** শিক্ষামূলক ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক ইত্যাদি।

আমাদের দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অপুষ্টি, মা-শিশু মৃত্যুরোধ কল্পে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারের এসব কর্মসূচীর সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশেও NNI- সব সময় বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। এ পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় ১০০০ টি ব্রেস্ট ফিডিং রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডাক্তার এর পাশাপাশি আমাদের সেবিকা, মিডওয়াইফদের জন্যও নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। যুগোপোযুগি পুষ্টিবিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় রেখে **Nestlé Nutrition Institute (NNI)-** নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আরও তথ্যের জন্য লগ ইন করুন
www.nestlenutrition-institute.org

সাধারণ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠা "সেবার অগ্রদূত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল"

মোসাঃ আনিসা খাতুন স্বর্না, নার্সিং ইনস্ট্রাকটর
ডাঃ জুবাইদা খাতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এমন একটি নাম, যা মানব সেবার দিক ঘুরিয়ে দিয়েছিল। রোগীর সেবা যা ছিলো সে সময়ের ইউরোপের সমাজের নিচুমানের একটি পেশা, তা এই একটি মানুষের প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীতে হয়ে ওঠে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশাগুলোর একটি। "নার্সিং" কে তিনি শুধু একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি, রেখে গিয়েছেন সেবার যথাযথ মানোন্নয়নের জন্য তার পর্যবেক্ষন ও অভিজ্ঞতা তালব্ধ নির্দেশনাসমূহও।

তাকে নিয়ে লিখতে গিয়েই চলে আসে যে কথা, সেবার প্রতি তার হৃদয়ের আহ্বানে পরিবার ও সমাজের সব প্রতিকুলতা তুচ্ছ করে কিভাবে তিনি নিজ লক্ষের দিকে এগিয়ে গেছেন। আমরা পরিচিত হয়েছি তাঁর অদম্য মনোবল আর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাথে, জেনেছি কিভাবে তিনি পেরিয়ে গিয়েছেন সেসব কিছু, যা তিনি তাঁর সেই আজীবন অক্লান্ত সাধনা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম আর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মুমূর্ষ প্রাণ সেবার নতুন আলো দেখতে পায়।

নাইটিংগেলের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিলো ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বির্পযস্ত সৈন্যদের সেবায় তার অসামান্য সাফল্য। ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে ১৮৫৪ সালের মধ্যে ১৮ হাজারেরও বেশি সৈন্য মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে সেসব সৈন্য চরম নিগ্রহের মধ্যে থাকতো। না ছিলো তাদের জন্য কোন নার্সের ব্যবস্থা না ছিলো প্রয়োজনীয় ঔষধসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের যথেষ্ট বরাদ্দ। যুদ্ধের ময়দানের চেয়ে বেশী সৈন্য মারা যাচ্ছিল ডায়রিয়া, কলেরা, টায়ফয়েড ও অন্যান্য বিভিন্ন সংক্রমনে আক্রান্ত হয়ে। এমন অবস্থা যখন দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে তখন নিজেই দল গঠন করে এগিয়ে এলেন ৩৪ বছরের এই অভিজাত সুন্দরী নারী। বিভিন্ন হাসপাতালে ও সেবা কেন্দ্রে তাঁর আগের অভিজ্ঞতা সেই কঠিন পথচলায় সহায়ক হয়।

দীর্ঘ পথের অবসানের পর নাইটিংগেল ও তাঁর দল যখন স্কুটারির প্রান্তরে এসে পৌছালেন, তখন দেখলেন সেখানে নেই ঔষধ, সুষম খাবার, রোগীর পরিবারের জন্য পরিস্কার কাপড় আর দরকারি কোনকিছুই। এমনকি পানযোগ্য পানি পর্যাপ্ত নাই। পথশ্রমে সবাই যখন ক্লান্ত, অবসন্ন তখন মুহুর্তের জন্য দেরি করলেন না, প্রথমেই গেলেন হাসপাতাল পরিদর্শনে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসার তাঁকে বলেছিলেন,"এখানে কোনকিছুর অভাব নেই" কিন্তু ফ্লোরেন্স দেখলেন চারপাশে শুধু অভাব আর অভাব। সামরিক ভান্ডারে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস থাকার পরও নানা বিধি নিষেধের কারনে কিছুই পেলেন না তিনি। অগত্যা যা নিয়ে এসেছিলেন তা নিয়ে কাজ শুরু করলেন তিনি।

তিনি হাসপাতালে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, এমনকি পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জোর চেষ্টার মাধ্যমে হাসপাতালের কাঠামোর পর্যাপ্ত পরিবর্তন করেন। তাঁর এই আপ্রান চেষ্টার ফলে সৈন্যদের মৃত্যুহার ৪২% থেকে ২% নেমে আসে, যা মাইলফলক হয়ে থাকবে মানবসেবার ইতিহাসে।

নাইটিংগেল তাঁর কাজকে শুধু যুদ্ধাহতদের সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দেশে ফিরে রানীর কাছে তাঁর কাজের সম্মান হিসেবে পান ২,৫০,০০০ ইউ এস ডলার। এছাড়া নাইটেংগেল ফান্ড এর মাধ্যমে যোগাড় করেন ৪৫,০০০ ডলারের মত। তাঁর পরিচিত উচ্চপদস্থ মানুষের কাছে পেলেন বিভিন্ন সহযোগিতা এগুলোর আপ্রান প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রথম নার্সিং স্কুল "নাইটিংগেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস"। তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে নার্সরা ছড়িয়ে গেলেন বিভিন্ন জায়গায় ও দেশে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর কাছ থেকে পাওয়া প্রশিক্ষনের সাহায্যেই আমেরিকার উপযুক্ত নার্সিং প্রথা চালু হয়। ভারতেও তিনি পরিচ্ছন্তার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়ান, যদিও তিনি নিজে কখনো ভারতে আসেননি। তাঁর লেখা **"Notes on Nuring"** **"Notes on Hospital"** ও বিভিন্ন তথ্যবহুল নোট আধুনিক নার্সিং শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন।

এতোদিনে ফ্লোরেন্স হয়ে ওঠেন মানব সেবায় অনুপ্রেরণার আরেক নাম। দলে দলে সকল স্তরের মেয়েরা নার্সিংকে পেশা হিসেবে নিতে শুরু করে। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম নারী হিসেবে "ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন" সহ পরে আরো অনেক সম্মানজনক পুরস্কার পান। ব্যাক্তিগত জীবনে ফ্লোরেন্স ঘর-সংসার করেননি। তিনি ভেবেছিলেন সেদিকে মনোযোগ দিলে তা তাঁর জীবনের লক্ষ অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাড়াবে। তাই অপূর্ব সুন্দরী সেই তরুণী সমাজের সবচেয়ে ধনী ও যোগ্য পাত্রদের মধ্যে অনেকের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল ধনী রাজনীতিবিদ ও কবি রিচার্ড মোস্কটন মিলন্সের সাথে ৯ বছরের বাগদানের পরও বিয়ে না করা। ফ্লোরেন্স বলেছিলেন বিয়ে ও সংসার নার্সিংয়ের জন্য তাঁর কার্যক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিবে। আবার নাইটিংগেল তখনকার নারী আন্দোলনেরও সমলোচনা করে বলেছিলেন "মেয়েরা সহানুভূতির আশা করে, কিন্তু নিজেদের মতো যোগ্য করে গড়ে তোলেনা"।

এরপর একদিন যেভাবে নীরবে তিনি এসেছিলেন, সেভাবে নীরবেই তিনি বিদায় নেন। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার পর ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট ঘুমের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরন করেন। খুব সাম্প্রতিক সময়ে কিছু গবেষক দাবি করেন, তিনি ব্রুসেলোসিসে আক্রান্ত ছিলেন, যা ক্রিমিয়ার জ্বর নামেও পরিচিত।

সারাজীবনের মতো জীবনের শেষেও সামাজিক লৌকিকতা আর আড়ম্বর তাঁর অপছন্দ ছিলো। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পরিবার সরকার থেকে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান প্রত্যাখান করে খুবই সাধারনভাবে চার্চের পাশে তাঁকে সমাহিত করে। কতই না সাধারন ছিলেন এই অসাধারন নারী।

ট্রেনে কাটা পড়া লোকটির জীবন বাচাতে ঃ আমার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা

মো: ফরহাদ হোসেন

সিনিয়র স্টাফ নার্স, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আমি একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স। বাড়ী গফরগাঁও উপজেলার নিগুয়ারী গ্রামে। বৃদ্ধা মা থাকেন গ্রামে। আছে কিছু সামাজিক কাজ-কর্মও। তাই আমাকে রেলপথে ময়মনসিংহ-কাওয়ারাইদ নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। ২০১৫খ্রি: এর কোন এক শুক্রবার। কাওয়ারাইদ রেল ষ্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি–ময়মনসিংহ যাবো। বিকালে আমার ডিউটি। বেশ কিছু জটিল রোগী আছে ওয়ার্ডে। সে-সব নিয়েই ভাবছিলাম আর স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারী করছিলাম । হঠাৎ চোখ যায় স্টেশনের শেষ প্রান্তে– রেল লাইনের উপর মানুষজনের বৃত্তাকার জটলা । ধাক্কা খেলাম একটা–কোন দূর্ঘটনা নয়তো! কাছে গিয়ে দুই চোখে যা দেখলাম তা আমার মতো মানুষের পক্ষে যথার্থ বর্ণনা প্রদান করা সম্ভব নয়। একজন জোয়ান-তাগড়া মানুষ রেল লাইনের উপর আড়াআড়ি পড়ে আছে–হাটুর একটু উপর থেকে তাঁর একটি পা বিচ্ছিন্ন। অনবরত রক্ত ঝরছে কাটা জাযগা থেকে। অত্যাধিক রক্তপাতে আহত লোকটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এতো লোকের ভীড়েও কেউ তাকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করছে না। যেন মৃত্যু তাঁর কপালের লিখন। কেউ বলছে, পানি খেতে দাও। কেউ বলছে, মাথায় পানি দাও। লোকটি বাঁচবেনা–বলে কেউ আহা-উহু করছে।

ভীড় ঠেলে আহতের পাশে উপস্থিত হয়ে আমি আমার পেশার পরিচয় দিলাম। বললাম, আমি একজন নার্স–অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে কাজ করি। এই ধরণের আহত রোগীর সেবা প্রদানে আমি অভিজ্ঞ। দয়া করে আপনারা আমাকে সহায়তা করুন। লোকটিকে এখনো বাঁচানো সম্ভব। আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিন।

আমার ভাই ছিল আমার সঙ্গে। ওর এবং উপস্থিত লোকজনের সহায়তায় নিয়ে আমার ব্যাগে থাকা রোল ব্যান্ডেজ দিয়ে আহত লোকটির কাটাস্থলে টাইট করে ব্যান্ডেজ করে দেই। ধীরে ধীরে রক্তপাত বন্ধ হয়ে আসে। আমি আশার আলো দেখতে পাই। মন কিছুটা খুশী হয়ে উঠে। সকলকে উদ্দেশ্য করে বলি, উনি বেঁচে উঠবেন আশা করি। আপনারা দোয়া করবেন।

ইতিমধ্যে ময়মনসিংহগামী ট্রেন চলে আসে। সকলের সহযোগীতা নিয়ে আহতকে ট্রেনে তোলা হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সিনিয়র সহকর্মী সিনিয়র স্টাফ নার্স মোশারফ হোসেন ভাইকে সেল ফোনে বিস্তারিত জানিয়ে বললাম, আহত ব্যক্তিকে নিয়ে দুপুর দুইটা নাগাদ আমরা পৌঁছাবো বলে আশা রাখি। আপনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন। ভাগ্য ভাল যে, মোশারফ ভাইয়ের ওই দিন বিকেলে ডিউটি এবং আমারও তাই ছিল।

এবার এক টুকরো ছোট্ট কাগজে রোগীর নাম-ঠিকানা, বয়স ইত্যাদিসহ আরো লিখলাম Cut injury Lt leg at 2pm. তারপর তাঁর শার্টের পকেটে রেখে দিলাম।

মোশারফ ভাই ক্যানুলা , স্যালাইন সেট সব প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসার রোগীকে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ-১ এ ভর্তি করে নিলেন।

দীর্ঘ দুই মাস চিকিৎসার পর রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন। বাড়ী ফেরার সময় রোগী, রোগীর আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমার মন-প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে– মুত্যুর দুয়ার থেকে লোকটিকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ করে বাড়ী ফিরে যেতে সাহায্য করতে পেরেছি ভেবে। একজন নার্সের এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী থাকতে পারে? এই ঘটনাটি আজীবন আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমি আমার সতীর্থ ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, পথচলার সময় অনেকের সামনেই এ ধরণের বা একটু ভিন্নভাবে হলেও, অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণের মতো দর্শকের ভূমিকা পালন না করে, একজন নার্স হিসেবে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করে আমরা মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার পাশপাশি জনগণের প্রকৃত বন্ধুরূপে আবির্ভূত হতে পারি। তেমনিভাবে পেশার মর্যাদাও উর্ধে তুলে ধরতে পারি।

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights

স্বরচিত কবিতা

“মিডওয়াইফ তুমি”

লাবনী আক্তার

“মিডওয়াইফ তুমি”
কৃষ্ণচুড়ার রঙ্গিন করানো ফুল,
রাঙ্গাতে গিয়ে মনের অজান্তে
কখনও করনা ভুল।
“মিডওয়াইফ তুমি”
আকাশে - বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া সুর,
প্রসূতি মায়ের হাসি ফোটাতে,
হয়ে যাও সু-মুধুর।
“মিডওয়াইফ তুমি”
ভোরের পাপিয়ার কণ্ঠের পিউকা,
হাজার হাজার নতুন জীবনের
স্বপ্নের অনামিকা।
“মিডওয়াইফ তুমি”
কল্পনা জড়ানো আঁখির অশ্রুজল,
ফিরিয়ে আনা শত শত
মায়ের হাসি সকল।
“মিডওয়াইফ তুমি”
বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে ভেজা
শতরুপে শতবার সঙ্গীকে খোঁজা।
“মিডওয়াইফ তুমি”
সব হৃদয়ে ফেরানো হীরা-পান্না,
স্বার্থের স্রোতে কখনও কারো হইওনা কান্না।
“মিডওয়াইফ তুমি”
হাতে তুলবে জয়ের পুরস্কার।
এভাবেই ঘুচাবে সবার জীবনের আঁনধার।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

মাহফুজা রিনা
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল

ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারে জন্মে ছিলেন একটি মেয়ে,
কল্যাণী পুরকামিনী মন ছিলো তার, বিশ্ব সেরা ওমেন হয়েছিল সে।
বেড়ে উঠেছিলেন সে বিলাসিতা আর আভিজাত্যে,
কিন্তু মনটা ছিল তার পরিপূর্ণ ভালবাসা আর মহত্বে।

তিনি ছিলেন অসুস্থ মুমূর্ষু রোগীর কাছে স্বর্গীয় এঞ্জেল,
মহীয়সী নারী তিনি নামটি তাহার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।
প্রদীপ ধরিয়া দাওয়াই পাত্র হাতে আঁধারের বুকে,
দাঁড়িয়েছিলেন পাশে যুদ্ধাহত মৃত্যু পথযাত্রী সৈনিকের।

ব্যর্থ পঙ্গু সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন উপেক্ষা করে শত শাসন বারণ,
নব আকাঙ্খায় দেখিয়েছিলেন প্রানে বাঁচার আশার আলো।
যৌবনে যখন সকল তরুণী প্রানের অরুণে অনুরাগী,
রোগীর শিয়রে দাঁড়িয়ে তখন তিনি করেছেন সেবা দিবানিশি হৃদয়ের আবেগে।

নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি তিলে তিলে গড়েছিলেন নার্স প্রশিক্ষণ তহবিল,
তার বিনিময়ে মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠা করেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল নার্সিং স্কুল।
লেখক তিনি, সেবক তিনি, যিনি লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প,
সেবা করিয়া অর্জন করেন সম্মান আর বহুবিধ পদক খেতাব।

নার্সিং কে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি সবচেয়ে সম্মানজনক পেশার নমুনায়,
সেবার মানোন্নয়নের জন্য রেখেছেন তার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ নির্দেশনা।
শ্রদ্ধায় সম্মানে এই মহীয়সী সেবিকা জননীর প্রতি শীর হয়ে আসে নত,
গুনীমহল ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জীবনী পর্যালোচনা আর গবেষণা করেন যত।

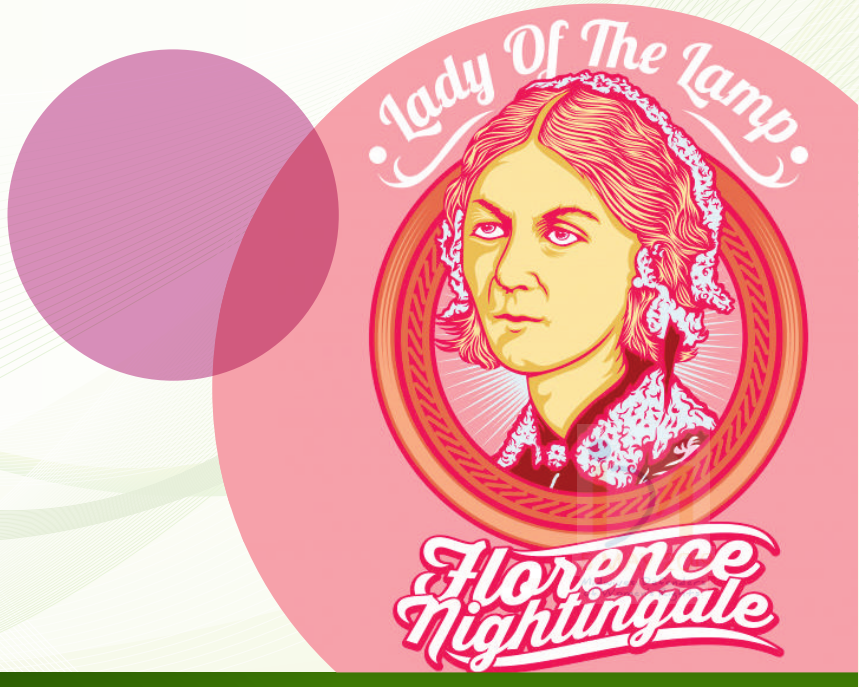

Midwife

All the women pregnant it seems
to me in a hollowed out
shadow carved tennessee farmland

resist white fluorescence
sterile forceps needles
so I decide to learn it

myself and I do read
old texts study grainy
photographs mostly the babies

come out all right on their own
until I have guided thousands
into these close rooms windows

open to summer or open
to winter to cicadas
or snow a sameness to it

after all the crowning glistening
whorl of hair beneath
the fontanel iridescent

pulse a well-eye
one that will close that is
already closing over time

I see the rarer cord-
strangled ones too early
or too late hidden twins

ones who come fists first
breeches stills but there is
the one singular one

he is already coming I see
first his mouth so like his
mother's sucking before

he breathes the rest of the head
appears I see no skull
just the brain exposed

he breathes on his own I let him
he does not laugh
or cry for the one month he lives

though he does make a sound
other-worldly and after
he dies only after do the other

have learned from him is as though
from some place beyond
that only he among them could recall

and retelling they are I am
for a while now
sure this sure of it.

Shahinur Khanam
Student ID: 18147069
5th batch,
PHD center, Khulna.

5 MAY 2019
Midwives Defenders of Women's Rights

বাংলাদেশের নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের তালিকা
কোর্স অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ও আসন সংখ্যাঃ হালনাগাদ ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

সরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিঃ ৪৩ টি আসনঃ ২৫৮০ ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটঃ ৩৮ টি আসনঃ ৯৭৫

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন নার্সিং	আসন মিডওয়াইফারি	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন নার্সিং	আসন মিডওয়াইফারি
১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা	৮০	২৫	২৮	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট	৫০	-
২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা	৮০	২৫	২৯	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম	৫০	২৫
৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর	৮০	২৫	৩০	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ভোলা	৫০	-
৪	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা	৮০	২৫	৩১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা	৫০	-
৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া	৮০	২৫	৩২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ	৫০	২৫
৬	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর	৮০	-	৩৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর	৫০	-
৭	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী	৮০	২৫	৩৪	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর	৫০	২৫
৮	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা	৮০	২৫	৩৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বরগুনা	৫০	-
৯	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর	৮০	২৫	৩৬	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ	৫০	২৫
১০	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	৮০	২৫	৩৭	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নীলফামারী	৫০	-
১১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল	৮০	২৫	৩৮	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড়	৫০	-
১২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি	৮০	২৫	৩৯	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ	৫০	২৫
১৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী	৮০	২৫	৪০	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জামালপুর	৫০	-
১৪	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ	৫০	২৫	৪১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ	৫০	২৫
১৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ	৫০	২৫	৪২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর	৫০	২৫
১৬	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা	৫০	-	৪৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ	৫০	২৫
১৭	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাগুরা	৫০	-	৪৪	ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	-	৫০
১৮	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	৫০	-	৪৫	ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ	-	২৫
১৯	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মৌলভী বাজার	৫০	২৫	৪৬	রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী	-	২৫
২০	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, শেরপুর	৫০	-	৪৭	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	-	২৫
২১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাপাই-নবাবগঞ্জ	৫০	-	৪৮	রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	-	২৫
২২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট	৫০	২৫	৪৯	সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	-	২৫
২৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা	৭০	২৫	৫০	বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	-	২৫
২৪	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁ	৫০	-	৫১	ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম	-	২৫
২৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী	৫০	২৫	৫২	বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়া	-	২৫
২৬	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭০	-	৫৩	মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, সদর হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ	-	২৫
২৭	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী	৫০	২৫	৫৪	দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন, দিনাজপুর	-	২৫

বেসরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটঃ ১৬১ টি আসনঃ ৭,৮২০

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন
১.	হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ, ১ নং ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।	৫০	৮২	এসডিডিএল নার্সিং ইনস্টিটিউট, জানেসাবান হাউজিং কমপ্লেক্স, বগুড়া	৫০
২.	কুমুদিনি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মির্জাপুর, টাংগাইল।	৭০	৮৩	সিট-ফাউন্ডেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, মালতীনগর, বগুড়া	৩০
৩.	জহুরুল ইসলাম নার্সিং কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।	৬০	৮৪	ব্রাইট নেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, মনসুরাবাদ আবাসিক প্রকল্প-১, পাবনা	৪০
৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী।	৫০	৮৫	পাবনা আইডিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট, শালগাড়ীয়া, পাবনা	৬০
৫.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা।	৩০	৮৬	স্মার্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, লস্করপুর, পাবনা	৫০
৬	সিআরপি নার্সিং কলেজ, চাঁপাইন, সাভার, ঢাকা।	৫০	৮৭	সাখাওয়াত এইচ. মেমোরিয়াল নার্সিং কলেজ, হাটিকুমরুল গোলচত্তর, সিরাজগঞ্জ	৫০
৭.	খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।	৬০	৮৮	আদর্শ নার্সিং ইনস্টিটিউট, সয়াধানগড়া, সিরাজগঞ্জ	৫০
৮.	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঝিলটুলি, ফরিদপুর।	৪০	৮৯	সাহেরা আমির নার্সিং ইনস্টিটিউট, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ	৫০
৯.	শহীদ মনসুর আলী নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা।	৭০	৯০	মেডি হেল্প নার্সিং ইনস্টিটিউট, জি এল রায় রোড, কামাল কাছনা, রংপুর	৫০
১০	ফাতেমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা।	৫০	৯১	মনোয়ারা আনোয়ারা নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিরাজউদ্দৌলা রোড, ঠাকুরগাঁও	৮০
১১	আদ্-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৫ রেল রোড, যশোর।	৩০	৯২	জহির-মেহেরুন নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজিয়া ম্যানসন কলেজ রোড, পটুয়াখালী	৪০
১২	সাফিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া।	৩০	৯৩	দি নর্থ বেঙ্গল নার্সিং ইনস্টিটিউট, হাজিপাড়া, ঠাকুরগাঁও	৪০
১৩	ইসলামী ব্যাংক নার্সিং কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	১২০	৯৪	আমেরিকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং ইনস্টিটিউট, খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট	৪০
১৪	নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	১২০	৯৫	নওগাঁ প্রাইম নার্সিং ইনস্টিটিউট, চকএনায়েত, নওগাঁ	৪০
১৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা।	৪০	৯৬	বারিন্দ ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্সেস, নামো ভদ্রা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	৬০
১৬	খ্রিষ্টিয়ান হেলথ প্রজেক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, জয়রামকুড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	৫০	৯৭	আনোয়ারা-নুর নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলশী, চট্টগ্রাম	৫০
১৭	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন এন্ড হসপিটাল, উত্তরা, ঢাকা	২৫	৯৮	আল-আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট	৪০
১৮	চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	৫০	৯৯	সিলেট উইমেন্স নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরবক্সটোলা, সিলেট	৬০
১৯	সেন্ট্রাল হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, গ্রীণ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।	৫০	১০০	টাঙ্গাইল ডায়াবেটিক এ্যাসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাবালিয়া, টাংগাইল	৪০
২০	টিএমএমসি নার্সিং কলেজ, তারগাছ, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।	৫০	১০১	মার্কস নার্সিং কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা;	৫০
২১	গ্রীণ লাইফ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৪০	১০২	জম জম নার্সিং ইনস্টিটিউট, কাজিপাড়া, বরিশাল;	৫০
২২	টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, বগুড়া	১০০	১০৩	সাসেগ-গুরুকুল নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া;	৫০
২৩	ইষ্ট ওয়েষ্ট নার্সিং কলেজ, আইচি নগর, তুরাগ, ঢাকা	৫০	১০৪	জসিম উদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, জামালপুর;	৪০
২৪	গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, মিরপুর-২, ঢাকা	৮০	১০৫	সুপ্রিম নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল	৫০
২৫	ইবনে সিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, ঢাকা	৯০	১০৬	এম. রহমান নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	৬০
২৬	রংপুর কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর	৫০	১০৭	আরআইএমটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	৪০
২৭	কলেজ অব নার্সিং সায়েন্স দিনাজপুর, জিয়া হাট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, উপশহর, দিনাজপুর	৭০	১০৮	ডাঃ হালিমা খাতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	৫০
২৮	জিএমআর নার্সিং ইনস্টিটিউট, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	৭০	১০৯	মিরপুর ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, মিরপুর-১, ঢাকা	৪০
২৯	বেগম ওসমান আরা কলেজ অব নার্সিং, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	৫০	১১০	তুরাগ আধুনিক নার্সিং কলেজ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা	৫০
৩০	বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরী নার্সিং কলেজ, পাঠানটুলা, সিলেট	৮০	১১১	ডিসিএমটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৫০
৩১	জেমিসন রেডক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৩৯৫ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম	৫০	১১২	প্রভাতী নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	৩০
৩২	ঢাকা কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ওয়ারলেস গেট, মগবাজার, ঢাকা	৬০	১১৩	গ্লোবাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	৫০
৩৩	কমিউনিটি বেসড নার্সিং ইনস্টিটিউট, উইনারপাড়, ময়মনসিংহ	৭০	১১৪	মমতা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	৫০

৩৪	পাবনা কমিউনিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাবনা	৪০	১১৫	বিজয় নার্সিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০
৩৫	শাহ মখদুম নার্সিং ইনস্টিটিউট, খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	৪০	১১৬	এশিয়ান নার্সিং ইনস্টিটিউট, শেখ পাড়া, খুলনা	৫০
৩৬	প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর	৮০	১১৭	সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহেরপুর	৫০
৩৭	ল্যাম্ব নার্সিং ইনস্টিটিউট, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৫০	১১৮	ক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া	৫০
৩৮	কুমিল্লা ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা	৫০	১১৯	করতোয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া	৫০
৩৯	মজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, জামালগঞ্জ রোড, নতুন হাট, জয়পুরহাট	৫০	১২০	মিতু নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাবনা	৩০
৪০	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং কলেজ, লক্ষীপুর, রাজশাহী	৭০	১২১	বাংলাদেশ এ্যাড্ভেন্টিষ্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	৫০
৪১	মুন্নু নার্সিং কলেজ, মুন্নু গিলন্ড সিটি, মানিকগঞ্জ	৫০	১২২	ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ইউনাইটেড নার্সিং কলেজ, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া	৪০
৪২	প্রাইম ব্যাংক কলেজ অব নার্সিং, প্রগতি সরণী, কুড়িল বিশ্ব রোড, ঢাকা	৮০	১২৩	কেয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৪০
৪৩	আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, শেরপুর রোড, চকফরিদ, বগুড়া;	৫০	১২৪	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারায়নগঞ্জ	৪০
৪৪	সাফা-মক্কা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ;	৪০	১২৫	ডাঃ লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুস্টিয়া	৪০
৪৫	সেন্ট ভিন-সেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর;	৬০	১২৬	ফ্লোরিডা নার্সিং কলেজ, ঢাকা	৪০
৪৬	জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং ইনস্টিটিউট, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা;	৬০	১২৭	গাইবান্ধা কমিউনিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা	৪০
৪৭	আনোয়ার খান মডার্ণ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি-৮, ঢাকা;	৫০	১২৮	গোল্ডেন লাইফ নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও	৪০
৪৮	ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা;	৫০	১২৯	যশোর ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, যশোর	৪০
৪৯	কালিহাতি নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিহাতি, টাংগাইল;	৫০	১৩০	নিউ সোনার বাংলা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রংপুর	৩০
৫০	নর্দান ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স, ধাপ, রংপুর;	৬০	১৩১	নর্দান ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা	৪০
৫১	দি গ্রীণ লাইফ নার্সিং ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর;	৫০	১৩২	সাইক নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা	৪০
৫২	ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, আমঝুপি, মেহেরপুর;	২০	১৩৩	আরটিএমআই নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট	৪০
৫৩	স্কলারস নার্সিং ইনস্টিটিউট, ব্রাহ্মপল্লী, চরপাড়া, ময়মনসিংহ	৩০	১৩৪	সেবা নার্সিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০
৫৪	স্কাবো নার্সিং কলেজ, সেহড়া ডিবিরোড, মুন্সিবাড়ী মোড়, ময়মনসিংহ	৬০	১৩৫	সীমান্তিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট	৪০
৫৫	গাজী মুনিবুর রহমান নার্সিং কলেজ, কালিকাপুর, পটুয়াখালী	৬০	১৩৬	শিরিন রহমান নার্সিং ইনস্টিটিউট, যশোর	৩০
৫৬	ব্যাডস নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারুলী, বগুড়া	৪০	১৩৭	ছোরতন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	৪০
৫৭	এম.এইচ শমরিতা নার্সিং ইনস্টিটিউট, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা	৪০	১৩৮	সুরমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিলেট	৪০
৫৮	উত্তরবঙ্গ নার্সিং ইনস্টিটিউট, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া;	৪০	১৩৯	ইউনিহেলথ নার্সিং কলেজ, পান্থপথ, ঢাকা	৪০
৫৯	পল্লবী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা;	৬০	১৪০	ট্রমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা	৪০
৬০	সিলেট রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, চৌহাট্টা, সিলেট;	৫০	১৪১	ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল	৫০
৬১	মাহবুবুর রহমান মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া	৪০	১৪২	এলিট নার্সিং ইনস্টিটিউট, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪০
৬২	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ এন্ড ইনস্টিটিউট, শ্যামলী, ঢাকা	৬০	১৪৩	অ্যামাজান নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	৪০
৬৩	আল-হেলাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-১১, ঢাকা	৩০	১৪৪	মর্ডাণ নার্সিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	৪০
৬৪	আনোয়ারা নার্সিং কলেজ, সুইহাড়ী, দিনাজপুর	৮০	১৪৫	মোহাম্মদপুর মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, বসিলা, ঢাকা	৪০
৬৫	হামিদা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-৬, ঢাকা	৬০	১৪৬	তাজন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর	২৫
৬৬	উদয়ন নার্সিং কলেজ, সফুরা উপশহর, রাজশাহী	৭০	১৪৭	ইউনিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাইনবোর্ড, নারায়নগঞ্জ	৫০
৬৭	ডি.ডাব্লিউ.এফ নার্সিং কলেজ, সিএন্ড বি রোড, বরিশাল	৭০	১৪৮	সিআইএমসিএইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম	৫০
৬৮	এন.আই.এম.ডি.টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৪০	১৪৯	এ. এম নার্সিং ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার।	৪০
৬৯	সালাউদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ওয়ারী, ঢাকা	৬০	১৫০	প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ নার্সিং ইনস্টিটিউট, করিমগঞ্জ।	৪০
৭০	প্রিন্স নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	৫০	১৫১	ফরিদপুর ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর।	৫০
৭১	উত্তরা আধুনিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা	৫০	১৫২	শ্যামলী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	৩০
৭২	রয়েল নার্সিং ইনস্টিটিউট, চৌরাস্তা, গাজীপুর	৭০	১৫৩	রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল।	৩০
৭৩	শাহজালাল (রহঃ) নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল	৫০	১৫৪	মাদারীপুর ডিডাব্লিউএফ নার্সিং কলেজ, ইটেরপুল, মাদারীপুর।	২০
৭৪	মধুপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাংগাইল	৫০	১৫৫	সাউথ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ নাসিং সাইন্স, স্বরুপকাঠী, পিরোজপুর।	৩০
৭৫	প্রফেসর সোহরাব উদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাবালিয়া, টাংগাইল	৪০	১৫৬	মোমেনশাহী নার্সিং ইনস্টিটিউট, দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ।	৩০
৭৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা এস.এ সালাম নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	৩০	১৫৭	সালেসিয়ান সিস্টারস নার্সিং ইনস্টিটিউট, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ।	৩০
৭৭	রেজওয়ান মোল্লা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	৪০	১৫৮	সিএসএস নার্সিং ইনস্টিটিউট, তিলক, রূপসা, খুলনা।	৩০
৭৮	আব্দুল্লাহ নার্সিং ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী	৪০	১৫৯	সিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, গঙ্গাচড়া রোড, রংপুর।	৩০
৭৯	আর্ট নার্সিং কলেজ, পদুয়ার বাজার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	৭০	১৬০	অক্সফোর্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, স্টেডিয়াম মোড়, মাগুরা।	৩০
৮০	ডাঃ জুবাইদা খাতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট, হেতেম খাঁ, কারিগর পাড়া, রাজশাহী	৪০	১৬১	এসবিএফ নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেল রোড, লালমনিরহাট।	৩০
৮১	মাহী সওয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, সেউজগাড়ী, বগুড়া	৪০			

বেসরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন-মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট: ১৭ টি আসন: ৫৯০

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম		আসন	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন
১	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব মিডওয়াইফারি এন্ড নার্সিং			৯	ডি.ডাব্লিউ.এফ মিডওয়াইফারী ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী	৩৫
	(১)	ল্যাম্ব কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৪০	১০	পল্লবী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা	৪০
২	(২)	এফ.আই. ভি.ডি.বি কেন্দ্র, সিলেট	৪০	১১	সাহেরা হাসান মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মানিকগঞ্জ	২৫
৩	(৩)	সীমান্তিক কেন্দ্র, সিলেট	৪০	১২	টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, গোকুল, বগুড়া	৩০
৪	(৪)	ওজিএসবি হাসপাতাল-ঢাকা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা	৫০	১৩	প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর	৪০
৫	(৫)	জে.বি.সি-সি.এইচ.পি সেন্টার, ময়মনসিংহ	৩০	১৪	নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	৪০
৬	(৬)	পি.এইচ.ডি সেন্টার, খুলনা	৩০	১৫	আরটিইএমআই মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, সিলেট	৩০
৭	(৭)	হোপ ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার	৩০	১৬	স্কাবো নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ	৩০
৮		আইসিএমএইচ মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	৩০	১৭	রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল	৩০

5 MAY 2019
Midwives: Defenders of Women's Rights.

সরকারিঃ ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন-নার্সিং কলেজ-১৮ টি আসন-১,৪৩৫

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন
১.	ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	১০০	১০	মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, মানিকগঞ্জ	১০০
২.	ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ	১০০	১১	তাজউদ্দিন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর	১০০
৩.	রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী	১০০	১২	ফ্যাকাল্টি অব নার্সিং, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা	২৫
৪.	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	১০০	১৩	আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা	৬০
৫.	রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	১০০	১৪	আর্মি নার্সিং কলেজ, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর	৫০
৬.	সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	১০০	১৫	আর্মি নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম	৫০
৭.	বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	১০০	১৬	আর্মি নার্সিং কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা।	৫০
৮.	দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর	১০০	১৭	আর্মি নার্সিং কলেজ, যশোর সেনানিবাস, যশোর	৫০
৯.	কলেজ অব নার্সিং শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১০০	১৮	আর্মি নার্সিং কলেজ, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া	৫০

সরকারিঃ ২ বছর মেয়াদি পোস্ট-বেসিক বিএসসি নার্সিং কলেজ-৪ টি-তে আসন-৪০০

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন
১.	সেবা মহাবিদ্যালয়, মহাখালী, ঢাকা	১২৫	৩.	বগুড়া নার্সিং কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ছিলিমপুর, বগুড়া	১২৫
২.	ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম	১২৫	৪.	আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা	২৫

সরকারিঃ মাস্টার্স অব সায়েন্স ইন নার্সিং (এমএসএস)

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন			
১.	জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৬০			

বেসরকারি বিএসসি ইন-নার্সিং কলেজঃ ৪ বছর মেয়াদি-৫৮ টি আসন-২,৬৭০ ও ২ বছর মেয়াদি পোস্ট-বেসিক-৪৪ টি আসন-১,৬৯০

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন (৪ বছর)	আসন (পোস্ট-বেসিক)	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন (৪ বছর)	আসন (পোস্ট-বেসিক)
১.	স্টেট কলেজ অব হেলথ সায়েন্স, ধানমন্ডি, ঢাকা	৬০	৬০	৩০	উদয়ন নার্সিং কলেজ, রাজশাহী	৫০	৫০
২.	কুমুদিনি নার্সিং কলেজ, মির্জাপুর, টাংগাইল	৬০	৬০	৩১	আর্ট নার্সিং কলেজ, পদুয়ারবাজার, কুমিল্লা	৫০	৪০
৩.	ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, টংগী, গাজীপুর	৪০	৪০	৩২	মার্কস নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা	৫০	৩০
৪.	নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	৭০	৬০	৩৩	স্কাবো নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ	৫০	৩০
৫.	বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরী নার্সিং কলেজ, পাঠানটুলা, সিলেট	৭০	৬০	৩৪	শামসুন নাহার খান নার্সিং কলেজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	৫০	-
৬.	প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর	৭৫	৮৫	৩৫	আনোয়ারা নার্সিং কলেজ, দিনাজপুর	৫৫	৩০
৭	স্কয়ার নার্সিং কলেজ, স্কয়ার হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা	৫০	--	৩৬	গাজী মুনিবুর রহমান নার্সিং কলেজ, পটুয়াখালী	৫০	৩০
৮	ইউনাইটেড কলেজ অব নার্সিং, গুলশান, ঢাকা	৫০	৪০	৩৭	ডিভাব্লিউএফ নার্সিং কলেজ, সিএন্ডবি রোড, বরিশাল	৫০	৪০
৯	টি এম এস এস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, গোকুল, বগুড়া	৫০	৪০	৩৮	মুন্নু নার্সিং কলেজ, মুন্নু গিলন্ড সিটি, মানিকগঞ্জ।	৪০	৩০
১০	টিএমএমসি নার্সিং কলেজ, তারগাছ, বোর্ড বাজার, গাজীপুর	৫০	৫০	৩৯	মির্জা নার্সিং কলেজ. রাজশাহী।	৪০	-
১১	ইস্ট-ওয়েস্ট নার্সিং কলেজ, আইচি নগর, তুরাগ, ঢাকা	৬০	৬০	৪০	আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, চকফরিদ, কলোনী, বগুড়া ।	৪০	২০
১২	সি.আর.পি নার্সিং কলেজ, চাঁপাইন, সাভার, ঢাকা	৪০	--	৪১	আল-আমিন নার্সিং কলেজ, সিলেট।	৪০	-
১৩	বারডেম নার্সিং কলেজ, শাহবাগ,ঢাকা	৫০	৫০	৪২	ফ্লোরিডা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।	৪০	-
১৪	খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ	৩০	৩০	৪৩	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ, ইস্কাটন, ঢাকা।	৪০	-
১৫	প্রাইম কলেজ অব নার্সিং, কুড়িল, বিশ্ব রোড,ঢাকা	৩০	২০	৪৪	নদার্ন ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	৪০	-
১৬.	আনোয়ার খান মডার্ণ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি-৮, ঢাকা	৪০	৩০	৪৫	ইউনিহেল্থ নার্সিং কলেজ, পান্থপথ, ঢাকা।	৪০	-
১৭	গ্রীণ লাইফ নার্সিং কলেজ, গ্রীণ রোড, ঢাকা	৪০	৩০	৪৬	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং কলেজ, লক্ষীপুর, রাজশাহী	৪০	-
১৮	আই.ইউ.বি.এ.টি, উত্তরা, ঢাকা	১২৫	--	৪৭	জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং কলেজ, শেওড়াপাড়া, ঢাকা।	৩০	-
১৯	শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেপিজে স্পেশালাইজড হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজ, কাশিমপুর, গাজীপুর	৫০	৪০	৪৮	হলি নার্সিং কলেজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম।	৩০	৩০
২০	রংপুর কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, রংপুর	৪০	৪০	৪৯	রুমডো নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ।	৩০	২০
২১	গ্রামীণ ক্যালেডোনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, মিরপুর, ঢাকা	৬০	৫০	৫০	জসিম উদ্দিন নার্সিং কলেজ, কলেজ রোড, জামালপুর।	৩০	২০
২২	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ এন্ড ইনস্টিঃ, শ্যামলী, ঢাকা	৫০	৩০	৫১	রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল।	৩০	২০
২৩	জহুরুল ইসলাম নার্সিং কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ	৫০	৩০	৫২	জহির- মেহেরুন নার্সিং কলেজ, পটুয়াখালী।	৪০	২৫
২৪	কলেজ অব নার্সিং সায়েন্স দিনাজপুর, উপশহর, দিনাজপুর	৪৫	৩০	৫৩	মাদারীপুর ডিভাব্লিউএফ নার্সিং কলেজ, ইটেরপুল, মাদারীপুর।	২০	-
২৫	ঢাকা কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, মগবাজার, ঢাকা	৪০	৫০	৫৪	ফরিদপুর ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর।	৫০	৪০
২৬	এমএইচ শমরিতা নার্সিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা	৪০	৩০	৫৫	সাইক নার্সিং কলেজ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।	৩০	২০
২৭	ফাতেমা নার্সিং কলেজ, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা	৫০	৩০	৫৬	ইউনিভার্সেল নার্সিং কলেজ, মহাখালী, ঢাকা।	৩০	২০
২৮	ইসলামী ব্যাংক নার্সিং কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী	৫০	৫০	৫৭	আয়াত কলেজ অব নার্সিং এন্ড হেলথ্ সায়েন্সেস, মানিকনগর, ঢাকা।	৪০	৩০
২৯	সাখাওয়াত এইচ. মেমোরিয়াল নার্সিং কলেজ, হাটিকুমরুল, সিরাজগঞ্জ	৫০	৫০	৫৮	এসটিএস নার্সিং কলেজ, বনানী, ঢাকা।	৩০	২০

বেসরকারি পর্যায়ে ০১ বছর মেয়াদি স্পেশালাইজেশন কোর্স, প্রতিষ্ঠান-৬ টি আসন-১২০

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন
০১	ডিপ্লোমা ইন-কার্ডিয়াক নার্সিং, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা	২০	০৪	ডিপ্লোমা ইন-পেডিয়াট্রিক নার্সিং, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা	২০
০২	ডিপ্লোমা ইন-কার্ডিয়াক নার্সিং, কলেজ অব নার্সিং সায়েন্স দিনাজপুর	২০	০৫	নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষির সুরমা, সিলেট	২০
০৩	ডিপ্লোমা ইন-কার্ডিয়াক নার্সিং, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা	২০	০৬	ইউনাইটেড কলেজ অব নার্সিং, গুলশান, ঢাকা	২০

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি

যা করবেন ✓

- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন
- প্রচুর পানি পান করুন
- স্বাভাবিক কাজ করুন
- সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন
- হালকা ব্যায়াম (যেমন: হাঁটা-চলা) করুন
- সময়মত সকল টিকা গ্রহণ করুন
- বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন
- গর্ভধারণের ১ম মাস থেকে ফলিক এসিড এবং ৩ মাস থেকে অতিরিক্ত আয়রণ ও ক্যালসিয়াম খাবেন
- শরীরে ওজন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন

যা করবেন না ✗

- বাহিরের খাবার খাবেন না
- ভারী কাজ করবেন না
- উঁচু হিলযুক্ত জুতা এবং আঁট সাঁত পোশাক পরবেন না
- ঝাঁকুনি হয় এমন যানবাহনে ভ্রমন করবেন না
- ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধ সেবন করবেন না
- ধূমপান ও অ্যালকোহল সম্পূর্ণ বর্জন করুন
- অধিক ঝাল এবং চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না
- গর্ভধারনের প্রথম ৩ মাস এবং শেষ ২ মাস দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকুন
- মানসিক দুশ্চিন্তা ও রাগ পরিহার করুন

গর্ভকালীন ও প্রসবের সময় জটিল অবস্থা

গর্ভবতী ও নবজাতকের যত্ন নিন মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি কমান

ছবির যে কোনো একটি বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে।

BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL: 203, Shaheed Sayed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000
Phone : +88-02-9561116, 9564159, 57164326, Fax : 9561116, E-mail : info@bnmc.gov.bd, Web: www.bnmc.gov.bd